যায়যায়দিন

তারিখ 03 JAN 2008

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

এভাবেই ক্লাস করতে হয় এক বেঞ্চে আট নয়...

পটুয়াখালী সরকারি কলেজ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

শ্রেণী কক্ষে সঙ্কট, শিক্ষক স্বল্পতা, গ্রন্থাগার সমস্যা ও বিজ্ঞান ভবন না থাকায় পটুয়াখালী সরকারি কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে কলেজের সমস্যার লিস্ট। দক্ষিণাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কাঙ্ক্ষিত মেধা লালনে ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আবুদস সালাম আরিফ বলেন, ক্লাস রুম সঙ্কটের কারণে এক বেঞ্চে আট-নয়জন শিক্ষার্থীকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়। এতে ক্লাসে মনোযোগ ব্যাহত হয়। ১২০-১৩০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে ক্লাস করার ফলে পেছনে বসলে শিক্ষকের কথা কিছুই শোনা যায় না। একই অভিযোগ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদেরও।

১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পটুয়াখালী সরকারি কলেজ ১৯৭০ সালে সরকারিকরণ হয়। আশির দশকের শেষের দিকে এ কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পাস কোর্সের পাশাপাশি স্নাতক কোর্স ও স্নাতকোত্তর শুরু হয়। বর্তমানে পটুয়াখালী সরকারি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ছয়টি, বাণিজ্য বিভাগে আটটিসহ মোট ১৬টি বিষয়ে স্নাতক ও ১৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মোট ৬ হাজার ৩০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

কলেজ সূত্রে জানা যায়, আলাদা বিজ্ঞান ভবন না থাকায় ওই বিভাগের শিক্ষার্থীদের কলা ও বাণিজ্য ভবনে ক্লাস করতে হয়। ফলে তাদের পোহাতে হয় অবর্ণনীয় দুর্ভোগ।

ক্যাম্পাস

১৯৯২ সালে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর পুরনো একাডেমিক ভবনগুলোকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। কলা ভবনের নতুন ভবন নির্মাণের পর ২০০৫ সালে পুরনো ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান বিভাগের ছয়টি বিষয়ের মধ্যে কলা ভবনে রসায়ন, মৃত্তিকা, পদার্থ ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য ভবনে প্রাণী বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ের ক্লাস হয়। প্রাণী বিদ্যা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী সান্ত্বনা মালাকার বলেন, আমাদের পরগাছার মতো অবস্থা। নিজস্ব বিজ্ঞান ভবন নেই তাই কলা ভবনে ক্লাস করছি। মাত্র দুটি ক্লাস রুম। আলাদা ল্যাবরেটরি নেই। শ্রেণী কক্ষের এক পাশে চলে থিউরিটিকাল ক্লাস, অন্য পাশে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষার সময় আমাদের ক্লাস বন্ধ থাকে। ক্লাস রুম সঙ্কটের কারণে প্রায়ই নির্ধারিত ক্লাস করতে পারি না। সেমিনার রুমেও ক্লাস করতে হয়। এতে আমাদের লেখাপড়ার ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক মতিয়র রহমান বলেন, আলাদা ভবন যখন ছিল তখন বারান্দা জুড়ে আমরা ল্যাবরেটরির গাছপালা রাখতে পারতাম। ক্লাসের প্রয়োজনে আমরা সময় মতো তা ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু এখন জায়গার অভাবে গাছের টবগুলো ছাদে রাখা হয়েছে। রোদ-বৃষ্টিতে গাছগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্লাসের প্রয়োজন মতো সেগুলো ব্যবহার করতে পারি না। একই অভিযোগ উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নসহ বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষার্থীদেরও। এ কারণে প্রতি বছর বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের একটাই দাবি, পৃথক অত্যাধুনিক বিজ্ঞান ভবন চাই।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর গোপেশ্বর সাহা জানান, ক্লাস রুম সঙ্কট ও শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। তবে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি।